২২।৩।২০০৩

কুমিল্লার নকল উৎসবকে ব্যর্থ করেছে বৃষ্টি ও ভিজিল্যান্স টিম

কয়েকটি কেন্দ্রে ভাঙচুর-সড়ক অবরোধ, সাংবাদিক লাঞ্ছনা ❑ ৫ ছাত্রনেতা গ্রেপ্তার ❑ ১২ ঘণ্টার নোটিশে কেন্দ্র বদল

সৈয়দ নুরুর রহমান, কুমিল্লা থেকে : প্রবল বৃষ্টি রুখে দিয়েছে শত শত নকল সরবরাহকারীর তৎপরতা। বৃষ্টি আর জেলা প্রশাসনের ভিজিল্যান্স টিমের মুহুর্মুহু আনাগোনায় কুমিল্লার বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে চিরচেনা নকলের মহোৎসবের চিত্রটাই পাল্টে যায়। আর এ অবস্থায় নকল সরবরাহকারীদের সমস্ত ক্ষোভ গিয়ে পড়ে সাংবাদিকদের ওপর। গতকাল চান্দিনা ডা. ফিরোজা বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রের বাইরে নকল সরবরাহকারীদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন ভোরের কাগজসহ ২টি জাতীয় পত্রিকার আলোকচিত্র সাংবাদিক। নকলের দাবিতে বিক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীরা কয়েকটি কেন্দ্রে ভাঙচুর করেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার এইচএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনে ইংরেজি ১ম পত্রের পরীক্ষার শুরুতেই নিমসার জুনাব আলী কলেজ কেন্দ্রে ঢুকে দেখা যায় কেন্দ্রের প্রতিটি কক্ষেই জানালা না থাকায় প্রবল বৃষ্টির পানিতে পরীক্ষার্থীদের হলের এক পাশের টেবিলে নিয়ে আসা হয়েছে। এক টেবিলেই কমপক্ষে ৫/৬ জন গায়ে গা লাগিয়ে বসে পরীক্ষা দিচ্ছে।

পরিবর্তনের। তড়িঘড়ি করে তাদের নিচের একটি কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। এ কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের হালকা আলো আঁধারির এক ভৌতিক পরিবেশে পরীক্ষা দিতে হয়। এই কেন্দ্রে দেখা হয় জেলা প্রশাসক রেজাউল করিমের সঙ্গে। কুমিল্লায় প্রশাসক হিসেবে যোগ দিয়েই নকলের বিরুদ্ধে জেহাদে নেমেছেন তিনি। গঠন করেন ৩৩টি ভিজিল্যান্স টিম। জানালেন, নকল রোধে এবার তিনি আশাবাদী।

নিমসার উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ঢুকতে গিয়ে দেখা যায় বিপুলসংখ্যক বহিরাগত নকল সরবরাহকারী বাইরে ঘোরাফেরা করছে। বৃষ্টি নামতেই সবাই আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটোছুটি শুরু করে। সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় বিশ্রী মন্তব্য ছুড়ে। চান্দিনা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রের পেছনে গিয়ে দেখা যায় নকল সরবরাহকারীরা হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে। বৃষ্টির কারণে কেন্দ্রের অধিকাংশ জানালা বন্ধ থাকায় তাদের উৎসাহে ভাটা পড়েছে। এ কেন্দ্রে মোম জ্বেলে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা নেওয়া হয়।

চান্দিনা রেদোয়ান আহমেদ কলেজ কেন্দ্রে ঢুকতেই কলেজ অধ্যক্ষ মোস্তফা আজাদ

মিল্লার নকল উৎসবকে ব্যর্থ করেছে

থম পাতার পর

স্বাগত জানান। মুখ জুড়ে তৃপ্তি
দূরত্বে অবস্থান করছে। চান্দিনা
। এ কেন্দ্রের চতুর্পার্শ্বে নকল সরবরাহকারীরা বেশ দূরত্বে অবস্থান করছে। চান্দিনা
হু ভিজিল্যান্স টিমের আনাগোনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে। এ কেন্দ্রেও বৃষ্টির প্রব
ড় পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণ বিঘ্নিত হয়।
চান্দিনা ডা. ফিরোজা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে দুপুর ১২টায় গিয়ে দেখা গে
দ্রর দক্ষিণ পাশের প্রাচীরে উঠে ৮/১০ জন বহিরাগত নকল সরবরাহের চে
ছ। এ নকল দেওয়ার ছবি তুলতে গেলে কেন্দ্রের চারপাশে ভিড় করে থাকা শত, শ
রাগত ফটো সংবাদিকদের সাবধান করে দেয়। এ সময় একদল নকল সরবরাহকা
রের কাগজের ফটো সাংবাদিক মাসুদ পারভেজ আনিস ও প্রথম আলোর ফিরে
রীর ওপর চড়াও হয়। উত্তেজিত নকল সরবরাহকারীরা দুজন ফটোগ্রাফারকে লাঞ্ছি
। তাদের ক্যামেরা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। সঙ্গী সাংবাদিক ও পুলিশ এ
স্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।
এদিকে নকল করতে না দেওয়ায় দেবিদ্বার আলহাজ জোবেদা খাতুন মহিলা কলে
ন্দ্রের বিক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীদের হাতে পরীক্ষা শেষে প্রভাষক নজরুল ইসলাম ভূ
রদর্শক পিআইও মাহফুজুর রহমান, সরকারি শিশু সদনের উপ-তত্ত্বাবধায়ক আলম
ীর প্রহৃত হন। বিক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীরা ১টি উত্তরপত্র ছিনতাই ও ১১টি উত্তরপত্রের
নয়ে নিয়ে যায়। পরীক্ষার্থীরা কেন্দ্রের চেয়ার-টেবিল, দরজা-জানালা ভাঙচুর করে
মল্লা-সিলেট সড়কে ১ ঘণ্টা অবরোধ সৃষ্টি করে। এ কেন্দ্র থেকে ৫ জন বহির
ত্রনেতাকে আটক করা হয়।
ব্রাহ্মণপাড়া ভগবান স্কুল কেন্দ্রে সাহেবাবাদ কলেজের ছাত্ররা বৃষ্টির কারণে পরী
ঘ্নিত হওয়ায় সময় বৃদ্ধির দাবিতে কেন্দ্রে ভাঙচুর করে। নকল করতে না দেও
ঙ্গলকোট হাসান মেমোরিয়াল কলেজ কেন্দ্র ও লাঙ্গলকোট এ আর উচ্চ বিদ
ন্দ্রের পরীক্ষার্থীরা কেন্দ্র ভাঙচুর করে। বিক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীদের হাতে এ আর
দ্যালয় কেন্দ্রের পরিদর্শক কলেজের জাকির হোসেন, মডেল মহিলা কলে
লাহউদ্দিন ও আবদুল লতিফ এবং ডা. যোবায়দা হান্নান কলেজের শরীফ হো
াঞ্ছিত হন। গণবতী হাইস্কুল কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীরা নকল করতে না পেরে কেন্দ্রে ভ
লায়।
এ বছর কুমিল্লায় শেষ মুহূর্তে এসে মন্ত্রী, এমপি, হুইপের তদবিরে নকল
নওয়ার জন্য উচ্চ পর্যায়ের নির্দেশে বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র পুনরায় মাত্র ১২
পরীক্ষার্থীকে দুর্ভোগ পোহাতে হ